দৈনিক ইত্তেফাক

APR. 12 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ .....

এসএসসি পরীক্ষায় কেন এমন প্রশ্নপত্র

গত ৩০-৩-২০০২ তারিখ শেষ হয়ে গেলো সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা। সাধারণ গতানুগতিক ধারার অনেকটা বাইরেই এবার প্রণীত হয়েছিল ঢাকা বোর্ডের অধিকাংশ প্রশ্নপত্র। বিশেষ বিশেষ কিছু বিষয়ে করা হয়েছিল অস্বাভাবিক এবং গুরুত্বহীন প্রশ্ন যা শিক্ষার্থীদের ছিল কল্পনাতীত। যে সমস্ত প্রশ্নপত্র ঢাকা বোর্ডে কঠিন হয়েছে, তার মধ্যে প্রথমেই বলতে হয় গণিতের কথা। সাধারণ গণিতের এই প্রশ্নপত্রে বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য শাখার পরীক্ষার্থীদের A প্লাস পাবার সম্ভাবনাকে একেবারে ম্লান করে দিয়েছে। আর মফস্বল ও গ্রামের অপেক্ষাকৃত দুর্বল পরীক্ষার্থীদের F গ্রেড পাবার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিয়েছে বহুলাংশে। গণিতের অনেক উত্তর নিয়ে এখনো সংশয় রয়েছে। এসেছে বড় আকারের অনেক গুরুত্বহীন প্রশ্ন। অন্যান্যবার যেসব সাধারণ নিয়ম প্রশ্নপত্র প্রণয়নে অনুসরণ করা হয়, তাও এবার করা হয়নি। এক কথায় গত পাঁচ-ছয় বছরের সকল বোর্ডের সমস্ত প্রশ্নপত্রকেই হার মানিয়েছে গণিতের এই প্রশ্নপত্রটি। আর তাই বিষয়টি খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মিটিং পর্যন্ত গড়িয়েছে। শুধু গণিতই নয়, প্রশ্নপত্র কঠিন এবং জটিল হয়েছে বাংলা দ্বিতীয় পত্র, ইসলাম ধর্ম, রসায়ন ইত্যাদি বিষয়ের নৈর্ব্যক্তিকসমূহেও। একজন শিক্ষার্থী প্রায় আড়াই বছর অনুশীলন করে, যার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য এসএসসি পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হওয়া। কিন্তু যে নির্বাচকমন্ডলী এবং শিক্ষক নিমেষেই শিক্ষার্থীদের কল্পনায় লালিত সাফল্যজনক একটি ফলকে ধূলিসাৎ করে দিলেন, তাঁদের কি বিচার হওয়া উচিত নয়? গণিত প্রশ্নপত্রের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে যদি কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয় তবে অধিকাংশ শিক্ষার্থীই তাঁদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছুতে পারবে না। বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ জুবায়ের-ই-হাকিম,
এসএসসি পরীক্ষার্থী,
ধানমন্ডি, ঢাকা।